কৃতজ্ঞতা

ছাত্রাবস্থা থেকেই মনের সঙ্গোপনে লালন করে এসেছি, কোনো এক সময় বাংলা সাহিত্যে কোনো একটি অনালোচিত বিষয় নিয়ে গবেষণা করব। কিভাবে করব? কি তার পদ্ধতি? কিছুই তখন জানা ছিল না। কিন্তু স্বপ্নে তার জাল বিস্তৃত হয়েছিল বহুদূর পর্যন্ত। বাস্তব ক্ষেত্রে এসে দেখি গবেষণা করার ক্ষেত্রটি 'স্বপ্নের সাজানো বাগান' নয়, তার পথ বহু কন্টকাকীর্ণ। স্বপ্ন ও বাস্তবের মধ্যে রয়েছে বিস্তর ব্যবধান। সেই কন্টকবিস্তৃত পথে চলতে চলতে স্বপ্ন যখন ক্ষত-বিক্ষত। তখন নতুন করে পুনরায় স্বপ্ন দেখা শুরু। আর সেই স্বপ্নের সফলতম প্রয়াস আজ আমার গবেষণার অভিসন্দর্ভটি।

আমার প্রথম কৃতজ্ঞতা আমার তত্ত্বাবধায়ক শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ড. উৎপল মণ্ডলকে। তার পাশাপাশি কৃতজ্ঞতা জানাই আমার পূর্বতন কর্মক্ষেত্র বেথুয়াডহরি কলেজের অধ্যাপক ড. স্বপন রায় এবং ড. সুহাস রায়কে। যারা আমার গবেষণার স্বপ্নকে সফল করতে সবসময় সাহায্য করেছেন নিঃস্বার্থভাবে।

আমার গবেষণা অভিসন্দর্ভের বিষয় 'গৌরকিশোর ঘোষের কথা সাহিত্য ঃ স্বাধীনতা আন্দোলনের সমকালীন ও পরবর্তী বাঙালি মানসের কয়েকটি প্রবণতা'। এই গবেষণা অভিসন্দর্ভটি সম্পূর্ণরূপে সম্পন্ন করার জন্য কৃতজ্ঞচিত্তে প্রণাম জানাই আমার তত্ত্বাবধায়ক শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ড. উৎপল মণ্ডলকে। তাঁর কাছ থেকে যে নিরলস অনুপ্রেরণা লাভ করেছি তা আমার জীবনে চলার পথে সবসময়ের স্মরণযোগ্য। নানা সময়ে নানা কারণে তাঁকে বিরক্ত করেছি। কখনো তিনি ধৈর্য্যচুতি ঘটাননি। কিন্তু লেখাপড়ার কাজে যখনই ভুলভ্রান্তি ঘটেছে, তখনই জুটেছে বকুনি, সে কেবল নিঃস্বার্থ স্নেহ থেকেই।

প্রফেসর রীতা মোদক, বাংলা বিভাগ, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। যিনি আমাকে দিদির মতো সবসময় পাশে থেকে সাহায্য করে গেছেন। আমার অভিসন্দর্ভটি লেখার জন্য বিভিন্ন বইপত্র দিয়ে সাহায্য করেছেন। এবং বিভিন্ন সময় নানা বিষয়ে আলোচনার মাধ্যমেও নিরন্তর সাহায্য করে গেছেন। তাঁর ব্যস্ত সময়ের মধ্যেও আমার গবেষণার অধ্যায়গুলি যখনই বলেছি তখনই দেখে দিয়েছেন। কোথাও কোনো ভুলভ্রান্তি থাকলে সেটাকে শুধরে নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। এর ফলে বিষয়গুলিকে শুধরে নিতে পেরেছি।

এই গবেষণা অভিসন্দর্ভ সংক্রান্ত তো বটেই এমনকী লেখাপড়া সংক্রান্ত সকল বিষয়ে যাঁর পরামর্শ আমাকে সঠিক পথে চালনা করেছে, তাঁকে কৃতজ্ঞচিত্তে প্রণাম জানাই। তিনি প্রফেসর অরিন্দম সিন্‌হা, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, রামপুরহাট কলেজ।

আমার এই গবেষণার কাজটি সম্পন্ন করার সময় যখন তখন প্রতি মুহূর্তে যাকে পাশে পেয়েছি যার কথা না বললে হয়তো কাজটিই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে, সে আর কেউ নয়, সে কেশব ঘোষ বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা এম. এ. দ্বিতীয়বর্ষের ছাত্র। সে আমার ছোটো ভাইয়ের মতো। ও আমাকে বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে সাহায্য করে গেছে। যখন যেরকম বইপত্রের প্রয়োজন হয়ছে, তা লাইব্রেরী থেকে সংগ্রহ করে বা কিনে পর্যন্ত এনে দিয়েছ আমাকে। আমার সঙ্গে বিভিন্ন লাইব্রেরী, বই দোকানও পর্যন্ত ঘুরে বেরিয়েছে। ওর কাছে আমার ঋণ কখনো বিস্মৃত হবার নয়। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, ওর মঙ্গল হোক এবং জীবনে অনেক দূর এগিয়ে যাক।

এছাড়া আমার গবেষণা কর্মে যে মানুষগুলির সাহায্য ছাড়া গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করা সম্ভব হতো না, তারা হলেন ড. চিরঞ্জিব মুখার্জি, বন্ধু উত্তম দাস, অঙ্কিতা সাহা, দীপ চন্দ্র, সুব্রত পাল, এহেসানুন্না হক, তাপস রায় এবং আমার রামপুরহাট কলেজের বাংলা বিভাগের সহকর্মীরা এবং রামপুরহাট কলেজের গ্রন্থাগার বিভাগের সহকর্মীরা। তাদেরকে আমি কৃতজ্ঞচিত্তে কৃতজ্ঞতা জানাই। এছাড়াও উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অন্যান্য অধ্যাপককে আমার প্রণাম জানাই। একই সঙ্গে বিভাগের ও মূল প্রশাসনিক ক্ষেত্রের সকল শিক্ষাকর্মীকে এই অবকাশে কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা জানাই।

এছাড়া বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই পুনশ্চ পাবলিকেশনের প্রধান সন্দীপ নায়ককে এবং তাঁর সমস্ত সহযোগী কর্মীকে। তাঁর নিরন্তর সহযোগিতা আজকে আমার গবেষণা অভিসন্দর্ভটি সম্পূর্ণ হতে সাহায্য করেছে। তাঁর যত্নসহ সহযোগিতার জন্য আমার এই গবেষণা অভিসন্দর্ভটির অনেক ভুল ভ্রান্তি, ত্রুটিমুক্ত করা সম্ভব হয়ছ। এঁদের প্রত্যেককে আমার সকৃতজ্ঞ নমস্কার।

ধন্যবাদান্তে,

৬.৩.২০১৭

সায়নী রাহা
গবেষক, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়
রাজা রামমোহনপুর, দার্জিলিং